ভোরের কাগজ
AUG. 02 1999
তারিখ AUG. 02 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ছাত্র পরিবহন বাস বন্ধের জের

চ.বি. ক্যাম্পাস উত্তপ্ত, ৫ আগস্ট থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি

শাহাবউদ্দিন নীপু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে : ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহন বাস সার্ভিস বন্ধের কারণে গতকাল রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনেই পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আগের মতো ছাত্র পরিবহন বাস সার্ভিস চালু না করলে ৫ আগস্ট থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার-অবরোধ পালনের কর্মসূচি দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত কাটা পাহাড়ের রাস্তাটি চালু হওয়ায় গতকাল রোববার থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের পরিবহন বাস সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক ৭০ লাখ টাকার পরিবহন ব্যয় বাঁচানোর লক্ষ্যে সিন্ডিকেট ও ফিনান্স কমিটির সাম্প্রতিক এক যৌথ সভায় বাস বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেন থেকে নামার পর ছাত্রছাত্রীদেরকে এখন কাটা পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে ফ্যাকালটিতে যেতে হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহন বাস সার্ভিস প্রত্যাহারের কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য এবং ছাত্র শিবির পৃথক পৃথকভাবে গণসংযোগ, মিছিল ও সমাবেশ করেছে। ছাত্রদলের একাংশ প্রক্টরের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবি-দাওয়া জানিয়েছে। ক্যাম্পাসের সবকটি ছাত্র সংগঠনই পরিবহন বাস সার্ভিস অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছে।

এদিকে বাস মালিক সমিতি গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোনো ভাড়া বাস সরবরাহ করেনি। ফলে ১নং সড়কের মাথা থেকে ১নং গেইট পর্যন্ত যে পাঁচটি বাস চলার কথা তা চলেনি এবং কর্মচারীদের জন্যও বাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বাস মালিক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ২২টি বাসই দেবে। তার কম হলে দেবে না।

১নং সড়কে বাস সার্ভিস না থাকায় গতকাল একটা বিশ মিনিটের ট্রেনে অসম্ভব ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র পরিবহন বাস সার্ভিসের দাবিতে ছাত্রদের মিছিল এবং মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীর কারণে প্রক্টরের মধ্যস্থতায় এই ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধ ঘন্টা পরে ক্যাম্পাস ছাড়ে। এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাস থেকে তিনটা বিশ মিনিটের ট্রেনটির সময় এগিয়ে দুটো বা দুটো বিশ মিনিটে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য ড. আবু ইউসুফ ভোরের কাগজকে জানান, পাহাড় কেটে ১নং গেইট থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত সরাসরি নির্মিত সড়কটি চালু হওয়ায় ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহন বাসের প্রয়োজন নেই এবং ছাত্র আন্দোলন সত্ত্বেও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।